জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: একটি নাতিদীর্ঘ আলাপ

অয়ন পন্ডা

আগে হঠাৎ করেই একটি ওয়েবসাইটে[১] ভারতের জনসংখ্যার লাইভ গণনা দেখছিলাম। যা দেখলাম তাতে চোখ কপালে না উঠলেই বরং অবাক হতাম— গোটা দেশে প্রতি মিনিটে প্রায় ৩০ জন করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে! গবেষকদের মতে, এই জনবিস্ফোরণ নাকি ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্টই সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই লেখায় বিষয়টি ঘিরে একটা সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করব।

ভারতের জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রথমেই কিছু তথ্যগত পরিসংখ্যানের উপর একটু নজর বুলিয়ে নেওয়া যাক[২]। বর্তমানে জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৩৮.৫ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭.৭ শতাংশ। ভারতের জনঘনত্ব প্রায় ৪৬৪ জন প্রতি বর্গকিমিতে। প্রতি মিনিটে দেশে প্রায় ৫১ জন নবজাতক জন্ম নেয় এবং ১৯ জন মানুষ মারা যায়। দেশে এই বছরে আগের বছরের তুলনায় প্রায় ০.৯৯ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ কোটি এবং জনঘনত্ব ছিল ১৩৮ জন প্রতি বর্গকিমিতে।

এখন আমরা যদি প্রতিবেশী দেশ, তথা জনসংখ্যার নিরিখে প্রথম দেশ, চিনের দিকে নজর দিই[৩], দেখতে পাব সেখানে বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৪৪ কোটি এবং জনঘনত্ব প্রায় ১৫৩ জন প্রতি বর্গকিমিতে। গত বছরের তুলনায় এই বছরে চিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ০.৩৯ শতাংশ। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, চিন এবং ভারত জনসংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর প্রথম এবং দ্বিতীয় দেশ হলেও দুই দেশের জনঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের যথেষ্ট তারতম্য আছে।

এখন মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে ভারতের জনসংখ্যা এত বেশি কেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন কারণ থাকলেও ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকেই অনেকাংশে দায়ী করেন বিশেষজ্ঞরা[৪]। 'বংশের বাতি' রক্ষার জন্য সন্তানের জন্ম দেওয়াটা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় এই সমাজে! আমরা প্রতিনিয়তই দেখি, বিয়ের পর পরিবারের সদস্যরা নবদম্পতির উপর সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। তাদের সেই চাহিদা পূরণ না হলে (শারীরিক সমস্যা বা অন্য কোনো কারণে) নববধূর উপর চলে নানা নির্যাতন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সন্তান প্রসব করা এবং তাদের দেখভাল করাই যেন বিবাহিত মহিলাদের একমাত্র দায়িত্ব হয়ে পড়ে। এভাবেই সমাজে নারীদের কেবল সন্তান উৎপাদনকারী যন্ত্র রূপে পর্যবসিত

করা হয়। একইভাবে, 'বংশ রক্ষার স্বার্থে পুত্রসন্তান অধিক গ্রহণযোগ্য'— এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী পরিবারগুলি কেবল পুত্রসন্তানের জন্য একাধিক সন্তানের জন্মের দায় এড়াতে পারে না। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বহু বিবাহিত নারী, পুরুষের আগ্রাসী যৌন মনোভাব এবং বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। ফলত, বহুক্ষেত্রে তাঁরা নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গর্ভবতী হয়ে পড়ছেন। এখনও ভারতের বহু স্থানে বাল্যবিবাহর প্রচলন আছে এবং ধর্মীয় নিয়মের দোহাই দিয়ে তা বজায় রাখার চেষ্টাও করা হয়। ফলে বিবাহিত নারীরা অল্প বয়স থেকেই সন্তান জন্ম দিতে শুরু করেন।

পরবর্তী কারণ হিসাবে আমরা অর্থনীতিকে রাখতে পারি। পরিসংখ্যান বলছে, 'দরিদ্র' এবং 'অতিদরিদ্র' পরিবারগুলিতেই সন্তানাদির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অধিক[৫]। শ্রমশোষণকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বলি হয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকার জন্যে তাঁরা বাধ্য হন সন্তানদের অর্থ উপার্জনের রাস্তায় নামাতে। যত বেশি সন্তান, তত বেশি আয়। ফলত, অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়াই সংসার চালানোর পক্ষে তাঁদের কাছে লাভজনক, অনেকক্ষেত্রে একমাত্র উপায়স্বরূপ। দুর্ভাগ্যজনক, হলেও এদেশে প্রায় ১ কোটি শিশু শ্রমিক কর্মরত[৬] এবং তারা প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, ইত্যাদি থেকেও বঞ্চিত। তথ্য বলছে[৭], দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ জনসাধারণ মাসিক ২৯,৪০০ টাকার কম উপার্জন করে, যাতে নূন্যতম জীবনযাপন যথেষ্ট মুশকিল। অথচ দেশের ধনীতম ১ শতাংশ মানুষের হাতেই দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের মোট সম্পত্তির চারগুণের অধিক পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত আছে। এটা দেশের গোটা বছরের বাজেটের থেকেও বেশি। কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব অনুযায়ী[৮], এই পুঁজিবাদী-কর্পোরেট সিস্টেমে সম্পদের অসম বন্টনই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে অনেকাংশে দায়ী। খেটে খাওয়া শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরা উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্য, মূলধন ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বেশি উপার্জন করতে পারেন না। উল্টোদিকে পুঁজিবাদী শ্রেণীর কতিপয় মানুষ তাঁদের শ্রমের উপর নির্ভর করে মুনাফার পাহাড় তৈরি করে। এর প্রতিক্রিয়াতেই শ্রমজীবি শ্রেণীর মানুষেরা তাঁদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেন, কারণ এটাই একমাত্র সম্পদ যা তাঁদের হাতে থাকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অতিমাত্রায় দায়ী স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি এবং তাদের নিয়ে আসা নীতিসমূহ। বাস্তবে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যেক জনগণকে কেবল একটি ভোটের অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়, এর বেশি কিছু নয়। ফলত, কোনো রাজনৈতিক দলই ভোটব্যাঙ্কে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় এই বিষয়ে মুখ খুলতে চায় না। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি, তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষার অধিকার নিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্রও ভাবিত নন। তবে সাম্প্রতিককালে 'একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের জন্মহার বেশি'— এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য শুনতে পাওয়া গেছে। যেখানে ২০১১ সালের জনগননা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৯.৮% হিন্দু, ১৪.২% মুসলিম, ২.৩% খ্রীস্টান, ১.৭% শিখ, ০.৭% বৌদ্ধ, ০.৪% জৈন, সেখানে জনসংখ্যা নিয়ে এধরনের মন্তব্য অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক। ধর্মবিদ্বেষী মন্তব্য করে ঘৃণা ছড়ানোই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ছোটো থেকেই একজন শিশুকে চূড়ান্ত পিতৃতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়। 'নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় স্বাভাবিকভাবে অনেক কম'— এই ধারণা শিশু মনে শুরুতেই গেঁথে দেওয়া

হয়। আজও আমাদের সমাজে যৌনতা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে। যৌনশিক্ষা তো দূরে থাক, প্রাথমিক যৌনস্বাস্থ্য ও যৌনসুরক্ষার বিষয়েও বহু মানুষ অজ্ঞ।

ধর্ম এবং অন্ধবিশ্বাসও জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য দায়ী। পুত্রসন্তান ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান শুভ হয় না, এই বিশ্বাস এখনও অধিকাংশ মানুষ বহন করেন। আবার পরিবার পরিকল্পনার জন্য কৃত্রিমভাবে সন্তান উৎপাদনকে বাধা দেওয়া ধর্মীয় শাস্ত্রের পরিপন্থী— এধরনের মানসিকতার বশবর্তী হয়েও বহু দম্পতি একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে ফেলেন।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করায় জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে ব্যাপক ফারাক তৈরি হয়েছে। তথ্য বলছে[৯], ২০২০ সালের নিরিখে প্রতি ১০০০ জন মানুষের মধ্যে যখন গড়ে ১৯ জন শিশু জন্মায়, তখন ৭ জন মানুষ মারা যায়। এছাড়াও সবুজ বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে খাদ্যের যোগান বেড়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে, যা পরোক্ষে মানুষের আয়ু বৃদ্ধির জন্য দায়ী। তবে দীর্ঘ আয়ু মানেই সুস্বাস্থ্য নয়। সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষিজ দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও অধিক পরিমাণে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে মানবদেহে নানা জিনঘটিত দীর্ঘমেয়াদী রোগ (ক্যান্সার, কিডনির সমস্যা) দেখা দিয়েছে।

এই জনবিস্ফোরণের ফলে কী কী সমস্যা হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা সেটা এবার একটু দেখা যাক। একটা অভিযোগ করা হয় যে, এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সহ অন্যান্য জরুরি পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ভারতবর্ষের জিডিপি (নমিনাল) প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। ফলত এই অভিযোগের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার উল্টোদিকে, এই ন্যূনতম পরিষেবাগুলো দেওয়ার দায়িত্ব যে সরকারের, তারা রেল, বিমান, খনিজ সম্পদ, অরণ্যভূমি কর্পোরেটের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে[১০]। এতে আসলে কাদের লাভ হচ্ছে? সাধারণ মানুষের না কর্পোরেট হাউসগুলোর? আবার আমরা এটাও জানি যে মুনাফালোভীদের কালোবাজারি আর রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতির জন্য দেশে অনাহারে এবং উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে মারা যাচ্ছে বহু মানুষ (দেশের প্রায় ৩৭.৪ শতাংশ শিশুর অপুষ্টির কারণে যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধি হয় না[১১])। প্রতিবছর বাজেটে সামরিক খাতে ব্যাপক বরাদ্দ থাকলেও দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা বরাবরই অবহেলিত হয়ে থেকেছে। ফলে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ উপযুক্ত চিকিৎসা এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। সুতরাং এই সমস্যাগুলির মূলে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি— এটা বললে ভুল হবে। আসলে এটা বলে রাষ্ট্র নিজের কাঁধ থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে চায়। তাহলে এই জনবিস্ফোরণের কি কোনও কুপ্রভাবই নেই? আছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন আবাদি জমি প্রয়োজন। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্যও জায়গা প্রয়োজন। তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরাবরাহের জন্য দরকার শিল্প, কলকারখানা। তার জন্যও দরকার জমি। এই জমির বেশিরভাগটাই আসে জঙ্গল সাফ করে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। হিউম্যান-অ্যানিম্যাল কনফ্লিক্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া যাক, সম্প্রতি যে করোনা অতিমারীর মধ্যে দিয়ে দুনিয়া যাচ্ছে, সেটার পিছনেও আসলে এই হিউম্যান-অ্যানিম্যাল কনফ্লিক্ট-ই দায়ী, যা আসলে এই মুহূর্তের

বৈশ্বিক আগ্রাসী অর্থনীতির মডেলের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত[২]।

সম্প্রতি রাজ্যসভায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি বিল পেশ হয়[৩]। তাতে বলা হয়, এক বা দুই সন্তানের জন্ম দেওয়া পিতা-মাতা ও তাদের সন্তানেরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরিতে অধিক সুবিধা এবং কর ব্যবস্থায় ছাড় পাবে। এবং দুইয়ের অধিক সন্তানের জন্ম দিলে তারা এইসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই চিনের উল্লেখ করতে হয়। চিনে ১৯৭৯ সালে One Child Policy নিয়ে আসা হয়[৪]। পুত্রসন্তানের অধিক চাহিদার জন্য চিনে মহিলাদের গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা বৃদ্ধি পায় এবং ২০০৫-০৮ সাল নাগাদ লিঙ্গ অনুপাতে চরম বৈষম্য ধরা পড়ে (১২০ জন পুরুষ প্রতি ১০০ জন মহিলা)। দেশের মোট নারীর তুলনায় মোট পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি বেশি হয়ে যায়। ২০১৫ সালে এই নীতি বাতিল করে চিনে Two Child Policy প্রযুক্ত হয়। এটি নিয়েও অনেক প্রশ্ন, সংশয়, সমালোচনা আছে[৫]।

ভারতের ক্ষেত্রেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এক কলঙ্কময় ইতিহাস বিদ্যমান। ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থা চলাকালীন দেশে প্রায় ৬২ লক্ষ পুরুষের (আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা) বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয়েছিল[৬]। এমনকি ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেসময়ে প্রচুর টাকা খরচ করে বন্ধ্যাত্বকরণের নানা ভ্যাকসিনও ভারতে পাঠায়[৭]। নিম্নমানের চিকিৎসার জন্য প্রায় ২০০০ জন মানুষ মারাও গিয়েছিলেন। এটা প্রমাণ করে কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতন বিষয় আসলে বিশ্ব-পুঁজিবাদী চিকিৎসা-বাণিজ্যের সাথে এবং রাজনীতির সাথে ওতপ্রোত হয়ে থাকে।

এই Two Child Policy ভারতে প্রযুক্ত হলে কী কী সমস্যা হতে পারে, সে বিষয়ে খানিক আলোচনা করা যেতে পারে। সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা দম্পতি, যারা বাধ্য হয়েই দুইয়ের অধিক সন্তানের জন্ম দেবেন, তাঁরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরির মতো মৌলিক অধিকারের সুবিধা পাবেন না। তাই সাদা চোখে ভালো মনে হলেও, এই ধরনের নীতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হলে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা (বলা ভালো, পিছিয়ে রাখা) শ্রেণীর মানুষকে সামাজিক অধিকার থেকে আরো বঞ্চিত করা হবে। এই নীতি প্রযুক্ত হলে, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর চূড়ান্ত দেউলিয়াপনার রূপটিই প্রকট হবে। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বাড়বে। তার সাথে সাথেই গর্ভস্থ কন্যাভ্রূণ হত্যাও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, জন্মের পর নৃশংসভাবে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকেও খুন করতে পারে তার পরিবার। বংশরক্ষার মেকি তাগিদে মহিলাদের উপর পুত্রসন্তান প্রসবের চাপ বৃদ্ধি পাবে। এবং পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে ব্যর্থ হলে তাদের উপর মানসিক ও শারীরিক চাপ আরও বাড়বে। বেড়ে যাবে বধূহত্যার ঘটনাও। ইতিমধ্যেই সমাজকে ভিতর থেকে ক্ষইয়ে দেওয়া লিঙ্গবৈষম্য কয়েক বছর পরে চরমে উঠবে। হয়তো দুটি সন্তানের পর বলপূর্বক মহিলাদের সন্তান ধারণ ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্তও হতে পারে। মোটের উপর এরূপ নীতি আরোপ করা হলে তা হবে আসলে রাষ্ট্রীয় শোষণেরই এক কঙ্কালসার রূপ!

এক্ষণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি আশু প্রয়োজন। সকল স্তরের মানুষের কাছে প্রশাসনিক তরফ থেকেই পরিবার পরিকল্পনা ও ছোট পরিবারের সুবিধাগুলি তুলে ধরতে হবে। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

পরিষেবার সুযোগ পায়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে এবং নারী-পুরুষের বিবাহে বিলম্বের পরামর্শ দিতে হবে। যৌনতা সম্পর্কে ছুঁৎমার্গ দূরে সরিয়ে প্রাথমিক স্তর থেকেই যৌনশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে সকলকে। চূড়ান্ত পিতৃতান্ত্রিক শিক্ষাকাঠামোকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করে লিঙ্গসংবেদী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান এবং বিভিন্ন গর্ভনিরোধক সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

একাধারে কর্পোরেটের পালে হাওয়া লাগানো আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য এবং সামগ্রিক জনজীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে মানুষের মনে সচেতনতা প্রসারের পাশাপাশি সকল স্তরের মানুষের যথাযথ উপার্জনের ব্যবস্থাও করতে হবে সরকারকে। আমাদের কথা রাখতেই হবে—

> কথা ছিলো 'আমাদের ধর্ম হবে ফসলের সুষম বন্টন',
> আমাদের তীর্থ হবে শস্যপূর্ণ ফসলের মাঠ।[১৮]

---

[১] https://countrymeters.info/en/India

[২] https://www.worldometers.info/world-population/india-population/

[৩] https://www.worldometers.info/world-population/china-population/

[৪] এই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় ভারতব্যাপী তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে পিতৃতন্ত্র তীব্রভাবে মেয়েদের গর্ভধারণ ও সন্তান জন্ম দেওয়াকে প্রভাবিত করে (Malhotra, Vanneman, & Kishor, 1995)।

[৫] দেখুন প্রায় ৩৫ বছর আগেকার একটি গবেষণা (Birdsall, & Griffin, 1988), যেখানে গবেষকরা দারিদ্রতার সাথে সন্তান জন্ম দেওয়ার হারের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন দরিদ্র দেশগুলিতে, তখন ভারত রাষ্ট্র হিসেবে ওই বর্গেই পড়তো।

[৬] https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-labour-exploitation

[৭] http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=100&loctype=1

[৮] থমাস রবার্ট ম্যালথুজের (১৭৬৬-১৮৩৪) জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বকে খারিজ করে কার্ল মার্ক্স অর্থনীতি এবং তার উপরে দাঁড়িয়ে তৈরি হওয়া সামাজিক অসাম্যের সাথে জনসংখ্যার বিষয়টিকে সম্পর্কিত করেছিলেন। এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে এইটি দেখুন: https://www.yourarticlelibrary.com/population/theories-of-population-malthus-theory-marxs-theory-and-theory-of-demographic-transition/31397

[৯] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_India

[১০] theprint.in/economy/these-are-the-18-sectors-that-have-been-identified-as-strategic-for-india-by-modi-govt/476511/

[১১] https://indianexpress.com/article/india/global-health-index-2020-india-6757899/

[১২] এ সম্পর্কে বিশদে জানতে পড়তে পারেন মাইক ডেভিসের লেখা 'The Monster Enters: COVID 19, Avian Flu, and the Plagues of Capitalism' বইটি (2020, New Work and London: OR Books)। বইটির একটি রিভিউয়ের জন্যে দেখুন Ford (2020)। অথবা পড়ে নিতে পারেন এই প্রতিবেদনটি: www.indianexpress.com/article/india/covid-19-pandemic-a-result-of-humans-not-respecting-space-that-wildlife-needs-6372721/

[১৩] বিশদে জানতে এই প্রতিবেদনটি দেখুন: livemint.com/news/india/can-proposed-popula-

tion-regulation-bill-2019-solve-india-s-population-growth-crisis-1563197280540.html

[১৪] https://ifstudies.org/blog/chinas-one-child-policy-effects-on-the-sex-ratio-and-crime

[১৫] বিশদে জানতে দেখুন Zeng & Hesketh (2016)।

[১৬] https://www.bbc.com/news/world-asia-india-30040790

[১৭] https://greatgameindia.com/population-control-law/

[১৮] কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্-র 'কথা ছিলো সুবিনয়' থেকে নেওয়া

References

Birdsall, N. M., & Griffin, C. C. (1988). Fertility and poverty in developing countries. *Journal of Policy Modeling*, 10(1), 29–55. doi: https://doi.org/10.1016/0161-8938(88)90034-8

Malhotra, A., Vanneman, R., & Kishor, S. (1995). Fertility, Dimensions of Patriarchy, and Development in India. *Population and Development Review*, 21(2), 281-305. doi: doi.org/10.2307/2137495

Ford, D. R. (2020). Review of Mike Davis (2020). The Monster Enters: COVID 19, Avian Flu, and the Plagues of Capitalism. New York and London: OR Books. 205 pp. ISBN 9781682193037 (Paperback). *Postdigital Science and Education*, August 2020, 1-4. doi: https://doi.org/10.1007/s42438-020-00176-7

Zeng, Y., & Hesketh, T. (2016). The effects of China's universal two-child policy. *The Lancet*, 388(10054), 1930–1938. doi: https://10.1016/s0140-6736(16)31405-2